সারা বছর উৎপাদনশীল লাউ জাত
বারি লাউ-৪

লাউ ফলের প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে রয়েছে-

কার্বোহাইড্রেট	-২.৫ গ্রাম
প্রোটিন	- ০.২ গ্রাম
এনার্জি	- ১২ কি. ক্যালরী
ডায়েটারী ফাইবার	- ৬ গ্রাম
ক্যালসিয়াম	- ৩৫ মিঃ গ্রাম
পটাসিয়াম	- ২৪৮ মিঃ গ্রাম
ফসফরাস	- ১০ মিঃ গ্রাম
ভিটামিন সি	- ১২.৪ মিঃ গ্রাম

কচি ডগা ও পাতার পুষ্টিগুণ ফলের চেয়ে অনেক বেশি।

বারি লাউ-৪

* আগাম ফলন দেয়।
* সারা বছর উৎপাদনশীল লাউ জাত।
* ফল গাঢ় সবুজ রঙের, গায়ে সাদা ফোটা দাগ আছে।
* ফল লম্বাটে (৩৬-৪০ সেমি লম্বা)।
* গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ১৩-১৫টি।
* প্রতি ফলের ওজন ২.২-২.৫ কেজি।
* ফলন ৪৫-৫৫ টন (হেক্টর প্রতি), ৬-৭ টন (বিঘা প্রতি)।

বীজের হার এবং বীজ বপনের সময়

বীজের পরিমাণ ১-১.৫০ কেজি/হেক্টর (৩-৪ গ্রাম/শতাংশ)।

বীজ বপন

সেপ্টেম্বর/মধ্য ভাদ্র (শীতকালে) এবং মধ্য-ফেব্রুয়ারি/ফাল্গুন (গ্রীষ্মকালে) তবে সারাবছরই চাষ করা যায়।

চারার বয়স, সংখ্যা ও দূরত্ব

চারার বয়স ১৫-১৭ দিন (৪-৬ পাতা বিশিষ্ট) হলে জমিতে রোপণ করতে হবে।

গাছের দূরত্ব ২.৫ x ২ মি হলে হেক্টর প্রতি ২০০০টি ও শতাংশ প্রতি ৮-১০টি চারার প্রয়োজন হয়।

সারের মাত্রা (হেক্টর প্রতি)

গোবর	১০,০০০ কেজি	জিপসাম	১০০ কেজি
কম্পোস্ট	৩,০০০ কেজি	দস্তা সার	১০ কেজি
ইউরিয়া	৩৩০ কেজি	বোরিক এসিড	১০ কেজি
টিএসপি	২৭০ কেজি	ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	১০ কেজি
এমওপি	২৫০ কেজি		

পরবর্তী পরিচর্যা

সেচ দেওয়া

প্রয়োজনীয় পানির অভাব হলে ফল ধারণ ব্যাহত হয়। তাই শুষ্ক মৌসুমে লাউ ফসলে ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন।

বাউনি/মাচা দেওয়া

লাউয়ের কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। লাউ মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে বাজার মূল্য কমে যায়, ফলে পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কমে যায়। ফলে ফলনও কমে যায়।

মালচিং

সেচের পর জমিতে চটা বাঁধে। প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

আগাছা দমন: জমি সব সময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সার উপরি প্রয়োগ

চারা রোপণের পর গাছ প্রতি ইউরিয়া ও এমওপি সারের ৩-৪টি উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

শোষক শাখা অপসারন

গাছের গোড়ার দিকে শোষক শাখাগুলো গাছের ফলনে এবং যথাযথ শারীরিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখা অপসারণ করা।

ফল ধারণ বৃদ্ধিতে কৃত্রিম পরাগায়ন

প্রাকৃতিক পরাগায়ন কম ঘটলে ফলন কমে যায়। তাই পরাগায়নের মাধ্যমে বেশি ফল ধরার জন্য হেক্টর প্রতি ২-৩টি মৌমাছির কলোনী/বক্স স্থাপন করলে ফলন বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করলে লাউয়ের ফলন শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। পরাগায়ন ফুল ফোটার দিন বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এবং পরদিন ভোর পর্যন্ত করা যায়। একটি পুরুষ ফুল দিয়ে ২-৪টি সদ্য ফোটা স্ত্রী ফুলে পরাগায়ন করা যায়।

ফসল সংগ্রহ

চারা লাগানোর ২ মাস পরই ফসল সংগ্রহের সময় হয়। ৩-৪ দিন পরপর গাছ থেকে ধারাল ছুরির সাহায্যে লাউ সংগ্রহ ভাল।

ফলন

উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ৪৫-৫৫ টন পাওয়া যায়।

বালাই ব্যবস্থাপনা

পোকা মাকড়

লাউয়ের মাছি পোকা

- সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করা।
- বিষটোপ ফাঁদ ব্যবহার করা।

পামকিন বিটল

- পোকা সহ আক্রান্ত পাতা হাত বাছাই করে মেরে ফেলা।
- বায়োনিম প্লাস (Azadiractin) @ ১ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করা।
- আক্রমণ অত্যন্ত বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (২ মিলি/লিটার পরিমাণ) স্প্রে করা।

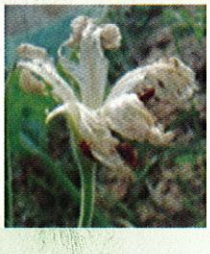

রোগবালাই

গামোসিস/ষ্টেম ব্লাইট

- প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কুপ্রাভিট মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে।
- গাছ বাড়ন্ত অবস্থায় মাটি থেকে ১ ফুট পর্যন্ত কান্ড বোর্দো পেষ্ট (চুন : তুতে : পানি = ১ : ১ : ১০) দ্বারা প্রলেপ দিতে হবে।
- ম্যানকোজেব/ইন্ডোফিল গাছে স্প্রে করে শাখা বা পাতায় এ রোগের প্রকোপ কমান যায়।

এনথ্রাকনোজ বা ফল পচা

- রোগমুক্ত ভাল বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ব্যাভিষ্টিন/ নোইন বা একোনাজল আক্রমণের শুরুতেই প্রয়োগ করতে হবে।
- লাউয়ের বীজ এর জন্য ফলে অবশ্যই ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে বীজ রোগমুক্ত রাখতে হবে।

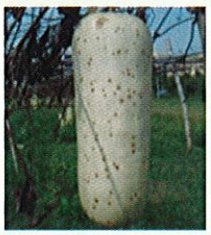

ঘন ঘন কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়। এর ফলে পোকা কীটনাশকের প্রতি দ্রুত সহনশীলতা গড়ে তোলে।

প্রযুক্তি উদ্ভাবন

সবজি বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, গাজীপুর
টেলিফোন: ০২-৪৯২৬১৪৯২;
ই-মেইল: cso.veg.hrc@gmail.com

রচনা

ড. এ কে এম কামরুজ্জামান, এসএসও
ড. মাহবুবার রহমান সেলীম, এসএসও
সবজি বিভাগ, উগকে, বিএআরআই

প্রকল্প সহযোগিতা: স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট, বিএআরআই

প্রকাশক

সবজি বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র ও
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (বারি অংগ)
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

প্রকাশ কাল
জুন ২০২০ খ্রি.

অর্থায়ন
জিওবি ও ইফাদ

IFAD
Investing in rural people

প্রকাশনা সংখ্যা: ০৫ (পাঁচ)

মুদ্রণ সংখ্যা: ২৮০০ কপি